বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থাপনা (F.W.Taylor)

কৃষ্ণ গোপাল মোহন্ত
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

B.A- Political Science (Hons)
POL-H-CC-T-8 (Public Administration: Theory and Concepts)
Unit-2: Scientific Management Theory

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ফ্রেডারিক টেলর (F.W.Taylor) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন। সুসংহত সংগঠন তত্ত্বের জনক হিসেবে ফ্রেডারিক টেইলরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যিনি প্রথম শিল্প পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটান। ১৯১১ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ***Principles of Scientific Management*** তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে তত্ত্ব প্রকাশ করেন। 'বৈজ্ঞানিক পরিচালনা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লুই ডি ব্র্যান্ডিস । টেলর লক্ষ্য করেন নির্দিষ্ট সময়ে যতটা দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার ভিত্তিতেই কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়। কি ভাবে আরো অধিক শ্রম বিনিয়োগ করে অধিক উপার্জন করা যায় সময় কে সামনে রেখে টেলর তার অনুসন্ধান শুরু করেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হল শ্রমিক-মালিকের সর্বাধিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা ঘটানো। কর্মদক্ষতার সর্বাধিক উন্নয়নের ফলে যেমন শ্রমিকশ্রেণীর সমৃদ্ধি নির্ভর করে তেমনি উৎপাদন শক্তির চরম উৎকর্ষের ফলে মালিকের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, শ্রমিক-মালিক একে অপরের পরিপূরক। এদের স্বার্থ কখনোই পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ দ্রব্যের উৎপাদন এবং তার বিক্রয় মূল্যের উপর নির্ভর করে শ্রমিক-মালিক উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হবে।

টেলর শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কাজে এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটান। পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি শ্রমিক ও মালিকে মধ্যে সম্পর্ককের নতুন বিন্যাস করতে চেয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার কতগুলি সাধারণ নীতির কথা উল্লেখ করা যায়-

১) কোন কার্যারম্ভের পূর্বে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতে হবে এবং সেখানে শ্রমিকের কাজের প্রত্যেকটি অংশের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা প্রয়োজন।
২) উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতগুলি পদ্ধতি আছে যেমন অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষ্ণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রয়োগ সম্ভব।

৩) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিটি কর্মীর জন্য কাজ নির্ধারণ করা হবে ।

৪) ব্যবস্থাপকেরা সমস্ত রকম পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব নেবেন।

৫) নির্দিষ্ট কাজের সময়ের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

৬)পরিচালক ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজের দায়িত্বের বন্টন হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ শ্রমিককেই অধিক দায়িত্ব পালন করতে হতো।

৭) কর্মীদের দক্ষ করে তুলতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮) মজুরি রীতির প্রবর্তন প্রয়োজন যাতে শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ না হারায়।

৯) শ্রম ও সময়ের অপচয় যাতে না হয় এবং কাজের গতি এবং অবসাদ সমীক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

১০) প্রতিটি ঘন্টায় কাজের পরিমাণ স্থির করা প্রয়োজন।

১১) কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১২) শ্রমিকরা কাজে উৎসাহী হবেন এমন রীতি প্রবর্তন করতে হবে এবং যৌথ উদ্যোগ কে উৎসাহিত করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক:- বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনাকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা ***মানবীয় দিক*** এবং ***অমানবীয় দিক।***

মানবীয় দিক –

১) *প্রশিক্ষণ*- কর্মীদের দক্ষতা ও আনুগত্য বৃদ্ধির কারণে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে উৎপাদনের কৌশল ও পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) *সময় সমীক্ষা* - কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি শ্রমিকের কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় নির্বাচন করে দিলে সময়ের অপচয় হবে না।

৩) *শ্রমিক নির্বাচন* - উৎপাদনের দক্ষতা অনেকটাই একজন শ্রমিকের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। তাই শ্রমিক নির্বাচনে ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

৪) *শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা* - যেকোনো উৎপাদন ব্যবস্থার সাফল্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের সহযোগিতাপূর্ণ অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। উভয় পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৫) *প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থা* - কাজের গতি ও উৎসাহ আনতে প্রেরণামূলক মজুরি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

অমানবীয় দিক-

১) *কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নীতি* - পরিকল্পনা নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন রক্ষা করা সম্ভব হয়।এর মাধ্যমে উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেমন সম্ভব হয় তেমনি বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে অধিনস্তদের সংযোগ স্থাপন সুচারুভাবে হয়। এটি সর্বোচ্চ স্তরে হওয়া প্রয়োজন তা না হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

২) *কাঁচামাল*- উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

৩) *কারখানার পরিবেশ*- একটি কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিবেশে এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ এর উপর উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেকটাই নির্ভরশীল।

সমালোচনা:-

১) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার সাধারণীকরণ সহজসাধ্য নয়। শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র বা কেবল অর্থনৈতিক লালসার দ্বারা পরিচালিত হয় না।

২) মার্কসবাদীরা মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শ্রমিক শোষণ চলছিল তার তীব্রতা বৃদ্ধিতে সহায়ক রূপে পরিগণিত হবে।

৩)এই তত্ত্বের প্রয়োগের ফলে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবে। এই তত্ত্ব অগণতান্ত্রিক।

৪) ব্যক্তির মানসিক তৃপ্তি এখানে উপেক্ষিত।

বহু সমালোচনা থাকলেও সময় ও বিশ্রাম সমীক্ষায় টেলরের ভাবনা অভিনবত্বের দাবি রাখে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রভূত সমস্যার সমাধানে এই পদ্ধতির গুরুত্ব কে অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পরিচালন ব্যবস্থার মূল্য ও পদ্ধতি সমূহ কেবল সংগঠনের প্রশাসনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে যে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতো তার বিরুদ্ধে তিনি পরিকল্পিত নীতি উপস্থাপন করেছেন। এ সকল কারণে টেলরকে কর্মদক্ষতা নীতির প্রবর্তক বলা হয়।